চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে স্কুলছাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় নির্মাণাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে জমা পরিস্কার করতে গিয়ে গৃহকর্তার স্কুলপড়ুয়া মেয়ে আসমা খাতুন (১৫) ও দোকানের কর্মচারী হাসিবুল ইসলামের (২৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত আসমা খাতুন কার্পাসডাঙ্গা বাজারপাড়ার বাসিন্দা এরশাদুল ইসলামের মেয়ে এবং স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, এরশাদুল ইসলামের নির্মাণাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে গত দুদিনের বৃষ্টিতে জমা পানি পরিষ্কার করতে নামে গৃহকর্তার মেয়ে আসমা খাতুন। ট্যাংকে নেমে আর উঠছে না দেখে তাকে উদ্ধার করতে ট্যাংকের ভিতরে নামে এরশাদুলের দোকানের কর্মচারী হাসিবুল ইসলাম। দুজনেরই কোন সাড়া না পেয়ে এলাকাবাসী দর্শনা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মিরা ঘটনাস্থলে এসে ট্যাংকের ভিতর থেকে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ হাজিফুর রহমান জানান, সেপটিক ট্যাংকের মধ্যে পানি জমার ফলে সেখানে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়েছিলো। ফলে সেখানে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় কেউ এর ভিতরে প্রবেশ করলে অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

মেপ্র/আজেএম

আলমডাঙ্গায় একদিনের মাথায় আরও একজনের করোনায় মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় একদিনের মাথায় আরও একজনের করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২২ জুলাই) দিবাগত রাত ১২ টায় টুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত মকবুল হোসেন (৮০) কলেজপাড়ার মৃত এনাম আলীর ছেলে ও পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেনের পিতা। শহরের প্রসিদ্ধ ‘মকবুল ক্লথ স্টোর‘র স্বত্তাধিকারী ছিলেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, মৃত মকবুল হোসেনের জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার অনেকগুলো উপসর্গ ছিল। তার নমুনা সংগহ্র করা হয়েছে। তিনি জানান, এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে মারা গেলেন চারজন। করোনাভাইরাসে মারা গেছেন একজন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০৫ জন।

জানা গেছে, মকবুল হোসেন কিছুদিন যাবৎ বয়সজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। এরমধ্যে তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে মারা যান।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে সরকারী নিয়মানুযায়ী জানাজা শেষে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দাফন করা হয়। এ সময় জানাজায় অংশ নেন পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, আলম হোসেনসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

করোনায় বিপাকে চুয়াডাঙ্গার সাড়ে সাত হাজার গো-খামারী

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে দেড় লাখ গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পরেছেন চুয়াডাঙ্গার সাড়ে সাত হাজার খামারী। কোরবানী উপলক্ষে বছর জুড়ে

লালন-পালন করা গবাদিপশু, খামারীদের কাছে গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে। খুচরা ক্রেতা ও বেপারিদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন ছোট-বড় খামারীর। কোরবানীর ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে খামারীদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাও তত স্পষ্ট হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৮ হাজার গরু-মহিষ এবং ৫০ হাজার ছাগল-ভেড়াসহ কোরবানীর পশুর চাহিদা রয়েছে প্রায় ৬৮ হাজার। এর বিপরীতে জেলার সাত হাজার ৩৩৭টি খামারে গবাদিপশু রয়েছে এক লাখ ৫০ হাজার ২১২টি। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ৮৪৯টি গরু-মহিষ এবং এক লাখ ১১ হাজার ৩৬৩টি ছাগল-ভেড়া রয়েছে।

গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গা জেলায় কোরবানীর পশুর চাহিদা অনন্ত পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে এ বছর জেলার খামারীদের পশুর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে বিশ^ব্যাপি করোনা পরিস্থিতিতে বদলে গেছে সব হিসাব-নিকাশ। খামারের গবাদিপশু বিক্রি হবে না-কি থেকে খামারে তা নিয়ে দুশ্চিতায় খামারীরা।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নীলমণিগঞ্জ গ্রামের খামারী আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক মাস আগে থেকেই গবাদিপশুর খাবারের দাম বেড়ে যায়। এতে খামারীদের খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে বেপারী ও খুচরা ক্রেতাদের দেখা মিলছে কালে ভদ্রে। সে হিসাবে এখনও চাহিদা মাফিক বেচাকেনা করতে পারেন-নি জেলার খামারীরা।

প্রাণী সম্পদ বিভাগের মতে, স্থানীয় চাহিদার চেয়ে জেলায় অন্তত আশি হাজার গবাদিপশু বেশি রয়েছে। অন্য বছরের মতো এবছর যদি জেলার পশু সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া না যায়, তবে খামারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তবে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ অনলাইন পশুহাটসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। যাতে করে খামারীরা তাদের গবাদিপশু বিক্রি করতে পারেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এএইচএম শামিমুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে খামারীরা কিছুটা শঙ্কায় রয়েছেন। তবে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ জেলা প্রশাসনের সাথে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে খামারীরা তাদের পালিত গবাদিপশু যথাসময়ে এবং সামাজিক দূরত্ব

নিশ্চিত করেই বিক্রি করতে পারেন।

এর মধ্যে অনলাইন পশুহাট পরিচালনা ছাড়াও চলমান হাটগুলোতে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুস্থ পশু বেচাকেনায় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আক্তারুল আটক

দামুড়হুদা থানা পুলিশের ঝটিকা অভিযানে সিআর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আক্তারুল ইসলাম ওরফে বাবুকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) মধ্যরাতে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত আক্তারুল ইসলাম বাবু দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের মো: কাদের বিশ্বাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্র জানা- গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুযোগ্য পুলিশ অফিসার ইনর্চাজ ওসি মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এ এসআই সাঈদজ্জামান, এ এস আই মো: মুজিবর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিজ বাড়ী চন্দ্রবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন পুলিশ।

আটককৃত আক্তারুল ইসলামের দামুড়হুদা থানার একটি সিআর মামলায় আদালত তাকে ওয়ারেন্টভুক্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা দেয়। দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল মঙ্গলবার মধ্যরাতে নিজ বাড়ি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক জানান।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেছে পুলিশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ দেশের যুব সমাজকে রক্ষা করতে মাদককে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন।

সেই উদ্যোগকে সাফল্য করতে ও সেই লক্ষে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে, দামুডহুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে, এস,আই মোঃ তৌহিদুর রহমান শেখ, এ,এস,আই মোঃ মসলেম উদ্দিন, এ এস,আই মোঃ বিল্লাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর বাজার এলাকায় পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করেন বুধবার বেলা ১১ টার দিকে দোহ তল্লাশী করে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেন।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী হলেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার কুড়ুলগাছি পশ্চিম পাড়ার মো: আলম হোসেনের ছেলে ওমর আলী(৩০)।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী ওমর আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান।

একের পর এক মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেকসহ থানার সকল পুলিশ সদস্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় আরও একজনের করোনা

উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মাার যান।

নিহত গৌরচন্দ্র বিশ্বাস আলমডাঙ্গার রথতলার যতিশচন্দ্র বিশ্বসের চিরকুমার ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বর,সর্দ্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। সোমবারে তার অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়। নমুনাও নেওয়া হয়। তবে করোনা রেজাল্ট পাওয়ার আগেই মঙ্গলবার বিকেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, আজ রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গার মহাশ্মশানে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সরকারী নিয়মানুযায়ী তার শেষকৃত্ব অনুষ্ঠিত হবে।

জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ

জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির উদ্যোগে এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজের সার্বিক সহযোগিতায় জীবননগর শহরের ভ্যান চালক,ব্যবসায়ী এবং গনপরিবহনের সকল যাত্রীদের মাঝে এ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ ,জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউপি

চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলি জীবননগর উপজেলার আহবায়ক মিঠুন মাহমুদ,সমন্বকারী আশাদুজ্জামান লিটন,লোকমোর্চার উপজেলা সমন্বকারী সজল হোসেন,ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সদস্য রাজিব হোসেন,নিশান,তুহিন মিয়া,সম্রাট,লাবনী,প্রান্তি ,ঐশ^র্য সাহা,সাদিয়া,স্বর্ণা,তমাসহ সকল সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপি প্রদান

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে মানবতা ফাউন্ডেশন।

সোমবার (২০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রাপ্ত স্মারকলিপিটি তৎক্ষনাৎ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার, সংস্থার মানবাধিকার সেলের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার শিল্পী, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এ্যাভোকেট নওশের আলী, ওম্যান এন্ড চাইল্ড সেলের চীফ লইয়ার এ্যাডভোকেট তানিয়া লাঞ্চ, অপারেশন অফিসার জিল্লূর রহমান ও পাবলিক রিলেশন অফিসার হাফিজ উদ্দিন হাবলু প্রমুখ।

এ ব্যাপারে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খনন্দকার বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় ছোট্ট জেলা চুয়াডাঙ্গায় প্রতিদিনিই আতংকজনক হারে করোনাভাইরাসের রোগী

শনাক্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। এ জন্য জেলাবাসির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর নির্মাণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার থানাধীন নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।
রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমির পরিমাণ সম্প্রসারণ পূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জনাব আবু রাসেল, (দামুড়হুদা সার্কেল) এবং অফিসার ইনচার্জ দামুড়হুদা মডেল থানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পুলিশ পার্ক, পুলিশ লাইন্সসহ বিভিন্ন থানা/ফাঁড়ি ক্যাম্প সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও অব্যাহত আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম এর প্রচেষ্টা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসী সচেতন মহল বলেন সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবিদার।